চারটি বড় ক্লাবের উদ্যোক্তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহে আরামবাগে মহাসমারোহে শক্তির আরাধনা

আরামবাগ নওপাড়া পরিবর্তন সংঘের মণ্ডপ।

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

সারা দেশজুড়ে অনেকেই এখন সম্প্রদায়িকতার উত্থান নিয়ে আতঙ্কিত। আর সেই আতঙ্কের মাঝে হুগলির আরামবাগ শহরে কালীপুজোয় অন্যচিত্র। এখানে সম্প্রীতির আবহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বড় বড় পুজোগুলি। সবচেয়ে বড় চারটি পুজোর মূল উদ্যোক্তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের। এবার ৪০তম বছর আরামবাগ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের। এই ক্লাবের সম্পাদক তাইবুল হোসেন (নীলু) জানালেন, তাঁদের থিম মোবাইলের ভালোমন্দ। বর্তমানে মোবাইল ফোনের কুফল নিয়ে বাবা-মায়েরা আতঙ্কিত। বহু ছেলে-মেয়েই সারাদিন মোবাইল ব্যবহার করে বইপড়ার অভ্যাসকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে মোবাইলের উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। এই দুয়ের মেলবন্ধনকেই এবার পুজোয় তুলে ধরা হয়েছে। তাইবুল হোসেন জানালেন, সম্প্রীতির বন্ধন তাঁদের কাছে নতুন কিছু নয়। ৪০ বছর ধরেই তাঁরা সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে আরামবাগ নওপাড়ার পরিবর্তন সংঘ এই নিয়ে ৬ বছর পুজো করছে। এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি সেখ সেলিম। তিনি জানালেন, একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। এই বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কালীপুজোর আয়োজন করেছি। এবারের থিম ‘বৈদ্যনাথ ধাম’। পাহাড়ের উপর থাকছে ৬টি শিবমন্দির। প্রতিটি মন্দিরে একটি করে শিবলিঙ্গ আর কালী প্রতিমা। এছাড়া থাকছে দেবাদিদেব মহাদেব। সেলিম আরও জানান, আমাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমরা সেই নিদর্শনটা তুলে ধরতে চাইছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। আমাদের একটাই ধর্ম— মানুষ। হিন্দু বা মুসলমান বলে কিছু নেই। বড় লোক বা ছোট লোক বলে কিছু হয় না। আমাদের একটাই মন্ত্র আমরা সবাই এক। আমরা সবাই ভারতবাসী। এছাড়াও মন্ডপে থাকছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন— কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজসাথীর প্রচার। থাকছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফেস্টুন ও ব্যানারও। আরামবাগে দীর্ঘদিন ধরেই বিগ বাজেটের পুজো করছেন আরামবাগ পৌরসভার উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী। কিন্তু এবছর পুজোয় থাকছে না তেমন জৌলুষ। কারণ কিছুদিন আগেই পৌরসভার প্রাক্তন উপপৌরপ্রধান দীপক সরকারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আর যেহেতু তাঁরই বাড়ির সামনে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় তাই এবার বিনোদনমূলক কর্মসূচী কাটছাঁট করা হয়েছে। তবে অন্যান্য বছরের মতো এবারও দুঃস্থদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০০০ গরিব অসহায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি করে কড়াই।

অন্যদিকে আরামবাগ ইভিনিং স্টার ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে কালীপুজো করে আসছে। এই ক্লাবের প্রধান উদ্যোক্তা সেখ আজাদ আলি। কিন্তু নানা উৎসব থাকতে কালীপুজোর আয়োজন কেন? আজাদ আলি জানালেন, হিন্দু বা মুসলিম বলে কোনও ব্যাপার নেই। সবাই একসঙ্গে কোনও কাজ করলে তার থেকে আনন্দ আর কিছুই হয় না। তাই আমরা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে এই কালীপুজোর আয়োজন করে আসছি। শুধু আমরাই নয়, আরামবাগ শহরে বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই এই কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন।

বালককে বলি দেওয়ার চেষ্টা, আটক তান্ত্রিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির চুঁচুড়ায় মঙ্গলবার রাতে এক ১২ বছরের বালককে বলি দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক তান্ত্রিকের বাড়িতে ভাঙচুর চালাল এলাকার মানুষ। উত্তেজিত জনতা বেধড়ক মারধর করে ওই তান্ত্রিককে। চুঁচুড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে তান্ত্রিক ও ওই বালককে উদ্ধার করে। পুলিশ তান্ত্রিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় চুঁচুড়ার দেবীপুর অঞ্চলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চন্দননগর সুরের পুকুর কলাবাগান এলাকার ১২ বছরের দীপঙ্কর দাস মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ দেবীপুরে এক গৃহশিক্ষকের বাড়িতে পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় রাস্তায় এক বয়স্ক ব্যক্তি ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ওই বালককে তান্ত্রিক স্বপন অধিকারীর বাড়ি নিয়ে যায়। দীপঙ্কর জানায়, সে ঘরে ঢোকার পর সেখানে বড় খাঁড়া ও হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। দীপঙ্করের কথায়, সেই সময় ওই তান্ত্রিক লাল ও কালো কাপড় পরেছিল। ভয়ে পেয়ে পালাবার পথ খুঁজতে সে তান্ত্রিককে টয়লেট যাব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আশেপাশের মানুষকে জানায়। বিষয়টি জানার পরেই এলাকার মানুষ ওই তান্ত্রিকের উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। অভিযোগ তোলে ওই তান্ত্রিকই বালকটিকে বলি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তান্ত্রিক ও ওই বালককে উদ্ধার করে পুলিশ চুঁচুড়া থানায় নিয়ে যায়। রাতেই ওই বালককে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। এদিকে পুলিশ তান্ত্রিকের ঘর থেকে হাড়গোড়, খাঁড়া ও কিছু কাপড়চোপড় উদ্ধার করেছে। তবে তান্ত্রিক স্বপন অধিকারী অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি জীবনে শশা বলি পর্যন্ত দেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে নরবলি দেওয়ার চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এই ঘটনায় চুঁচুড়া থানায় বুধবার বিকাল পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

কালীপুজোয় গোঘাটে চমক ব্লু হোয়েল

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানা জুড়ে কালীপুজোর চল রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। একটা সময় ছিল যখন গোঘাটের বিভিন্ন প্রান্তে নামকরা সব ডাকাতরা বসবাস করত। রঘু ডাকাত, মিহির সর্দারের মতো ডাকাতের জন্য সন্ধ্যার পর বহু রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেত। এসব ডাকাতরা প্রতি রাতে কালীপুজো করে ডাকাতি করতে যেত। বর্তমানে ডাকাতি কমেছে। কিন্তু কালীপুজোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই এলাকা জুড়েও শুরু হয়েছে থিমের পুজো। প্রত্যেক বছর নিত্যনতুন বিষয়কে থিম করে বিভিন্ন উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করে চলেছে। এমন একটি ক্লাব হল কামারপুকুর সবুজ সংঘ। এবার তাদের থিম ব্লু হোয়েল। যা বর্তমান দিনে বাবা-মায়ের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সবুজ সংঘ ব্লু হোয়েল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই থিম বেছে নিয়েছে। ক্লাবের সম্পাদক সৌম্যপ্রিয় চৌধুরী জানালেন, সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ। এছাড়া কামারপুকুরের অমরসঙ্গী ক্লাবের কালীমূর্তি এবার ২৬ ফুটের। এস ক্লাবও এবার বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সঙ্গে রয়েছে রক্তদান শিবির। বালি, বদনগঞ্জ, বেঙ্গাই, হাজিপুরসহ প্রত্যেকটি অঞ্চলের ক্লাবগুলি কালীপুজো নিয়ে মেতে উঠেছে। এমনকি গোঘাট থানার বহু বাড়িতে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। মথুরা গ্রামের প্রাচীন চাঁড়াল কালী নাম বদলে হয়েছে সিদ্ধেশ্বরী কালী। শোনা যায় এই কালীপুজোর সূচনা হয় প্রায় ৫০০ বছর আগে। বর্ধমানের রাজারা এই কালীমায়ের জন্য জমি দিয়েছিলেন। এই কালীপুজোর সাথেও ডাকাতদের কথা জড়িয়ে রয়েছে। শোনা যায় এই অঞ্চলে ডাকাতরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে এই মন্দির পুজো দিয়ে আসতেন।

বর্ধমানের মাধবডিহি থানার তৈলাড়া গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ির ৬০০ বছরের কালীপুজোর প্রতিমা।

SAFE DRIVE SAVE LIFE
শুভ দীপাবলি উপলক্ষ্যে সকল ইন্দাসবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা -
সৌজন্যে- ইন্দাস থানা
ইন্দাস, বাঁকুড়া

মহম্মাদীয়া মিশন
পরিচালনায় : মহম্মাদীয়া এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
মিশনের অবস্থান
MAHAMMADIA EDUCATIONAL & WELEFARE TRUST
STATE BANK OF INDIA, Maheshpur Branch.

শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা
B. K. ENTERPRISE
(Interior Contractor)
Prop.- Bidyut Kundu
Ph - 9531763042 / 9093350886
Indas : Cinematala : Bankura

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC

বালী গ্রাম পঞ্চায়েত
বালি, বালি-দেওয়ানগঞ্জ, হুগলি
ফোন- ০৩২১১-২২০২৯০
উন্নয়নের পথে আদিগন্ত চলার স্বপ্ন নিয়ে মা-মাটি-মানুষের আদর্শকে পাথেয় করে মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য গোঘাটবাসীকে জানায় শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।
প্রশান্ত কুমার পাত্র, প্রধান
কাজল দোলুই, উপপ্রধান
সঞ্চালকগণ- বিকাশ কাবরী, উত্তম বাইরি, ভক্তি কোটাল, রুমা অধিকারী
সদস্য/সদস্যা- সবিতা টুডু, মিলি ঘোষ, প্রদীপ দোলুই, রুমা মিশ্র, সীমা পোল্লে, গণেশ সাঁতরা, সুকুমার রানা, মমতা মাইতি, পাপিয়া পোড়েল, ময়না বাগ, শঙ্কর মেটে, লক্ষী রানা

আরামবাগবাসীকে আলোকময় দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আরামবাগ পৌরসভা
আরামবাগ, হুগলি
রাজেশ চৌধুরী, উপপৌরপ্রধান
স্বপন নন্দী, পৌরপ্রধান
কাউন্সিলরবৃন্দ ঃ সমীর ভাণ্ডারী, প্রদীপ সিংহরায়, সুফলচন্দ্র পোড়েল, দিপালী চ্যাটার্জী, সুজিৎ গাঙ্গুলি, হাসান আলি চৌধুরী, সুমিত্রা মণ্ডল, স্বপন দত্ত, মানসী মেদ্দা, হিমাংশু মালিক, কার্ত্তিক যশ, মীরা ঘোড়ুই, কৃষ্ণ বালিক, মিনতি দোলুই, ফতেমা বেগম, সুজিৎ রেজা ও পরিণীতা ঘোষ।

কামারপুকুর আর্টমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থানঃ- কামারপুকুর কলেজ মাঠ তারিখঃ-৩১-শে ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৭ সময়ঃ- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর ভি.এস.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় ছাড়া ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১১টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 ✱ M- 9735195716